কেউ কথা রাখে না!

জসিম মলিক

১.

দুজন আমেরিকান বের হয়েছেন দোজখে মানুষের অবস্থা কেমন হয় সরেজমিনে দেখার জন্য। আমেরিকান দুজন প্রথমেই গেলেন ভারতবর্ষে। সেখানে গিয়ে দেখলেন বিশাল বড় কড়াইয়ে ফুটন্ত তেলের মধ্যে ফেরেশতারা মানুষ ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। কেউ ওঠার চেষ্টা করলে তাকে ব্রাশফায়ার বা কামান দেগে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। আমেরিকান দুজন এরপর গেলেন পাকিস্তানে, সেখানকার অবস্থা দেখার জন্য। সেখানেও দেখলেন একই অবস্থা। এরপর তারা গেলেন বাংলাদেশে। সেখানকার দোজখের অবস্থা কেমন একটু দেখা যাক। কিন্তু বাংলাদেশে গিয়ে তারা একটু তাজ্জব বনে গেলেন। সেখানেও ফুটন্ত কড়াইয়ের মধ্যে মানুষর ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে, কিন্তু কেউ কোনো প্রতিবাদ করছে না বা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে না। সেখানে কোনো সৈন্য সামন্তও নেই ব্রাশফায়ার বা কামান দাগার জন্য। আমেরিকান দু'জন একজনকে জিজ্ঞেস করলেন বাংলাদেশের মানুষ এত ভালো! নীরবে নরকযন্ত্রণা সহ্য করে যাচ্ছে! লোকটি তখন বললো, আসলে তা নয় স্যার, কড়াইয়ের মধ্যে অন্য যারা আছে তারা কাউকে পালাতে দিচ্ছে না। টেনে ধরে রাখছে।

এই জোকসটি আমাকে বলেছেন জকির ভাই।

জাকির ভাই তখন নিউইয়র্কে ট্যাক্সি চালান। হাইওয়েতে তার একবার চাকা পাংচার হলো। সময়টা রাত এবং তুমুল তুষারপাত হচ্ছে। তিনি অনেক্ষন ধরে হাত তুলে কোনো একটা ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু কেউ থামছে না। কাছে এসে গাড়ি স্পো করে আবার সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটি গাড়ি এসে ঘ্যাচাং করে ব্রেক করে দাঁড়াল। সেই তুষারপাতের মধ্যে লোকটি চাকা ঠিক করে দিলো।

-তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

-ধন্যবাদের কিছু নেই। এটা আমার কর্তব্য।

-দেখো, আমার অনেক বাঙালি ভাই আমাকে দেখেও না দেখার ভান করে চলে গেছে।

-ও কিছু না। ও রকম হয়। গুড বাই।

এই লোকটির মহত্বে জাকির ভাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আসল কথা হচ্ছে মানুষের মানবতা।

২.

সেদিন আবদুল মান্নান নামে একজনের সঙ্গে কথা হলো। কদিন আগেই তার ইমিগ্রেশন আবেদন রিফিউজ হয়ে গেছে। এখন সে উদভ্রান্তের মতো এর-ওর কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবদুল মান্নানের এ দেশে আসার কাহিনী খুবই বিচিত্র। সে থাকতো জার্মানিতে। জার্মানিতে দশ বছর কাটানোর পর মান্নান চলে যায় বাংলাদেশে। বেশ টাকা-পয়সা নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে সে দুটো বাস কেনে। গাবতলী থেকে মানিকগঞ্জের হরিরামপুরে বাস চলাচল করতো। ভালোই চলছিলো মান্নানের দিন। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুন্দর জীবন শুরু হলো। কিন্তু কদিন যেতে না যেতেই মান্নানের ওপর নজর পড়লো চাঁদাবাজদের। বিএনপি দলীয় চাঁদাবাজরা মান্নানের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। মান্নানের ব্যবসা লাটে উঠতে শুরু করল। নিরুপায় মান্নান একদিন তার বাস দুটো বিক্রি করে দিলো। মান্নান আবার দেশ ছাড়ার চিন্তা শুরু করল।

মোস্তফা নামে এক লোক মান্নানকে কানাডা পাঠানোর প্রস্তাব দিলো। মান্নান রাজি হয়ে গেল। এ জন্য মান্নানকে দিতে হলো ১২ লাখ টাকা। ইতিমধ্যে ভ্যাংকুভার থেকে এক লোক বাংলাদেশে পৌঁছে গেছে। তার কানাডিয়ান পাসপোর্ট দিয়েই দুজনে একদিন পেনে উঠে বসল। ভ্যাংকুভারের লোকটি তার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে এই মর্মে আবেদন করে দ্বিতীয় পাসপোর্ট ইস্যু করে নিয়েছে। বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন পার হয়ে দুজন পৌঁছে গেল সিউল। ওখান থেকে দুজন আলাদা হয়ে গেল। মান্নান উঠে বসল ভ্যাংকুভারের ফ্লাইটে। পরিকল্পনামতো মান্নান তার পাসপোর্ট ছিঁড়ে ফেলল এবং পেনের বাথরুমের কমোডের মধ্যে ফ্লাশ করে দিলো। ইমিগ্রেশনে সে বলল তার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে। ইমিগ্রেশনের লোকদের মাথা খারাপ হয়ে গেলো। পুরো পেনে পাসপোর্ট খুঁজেও পাওয়া গেল না। পাসপোর্ট ছিঁড়ে ফেলার কারণ হচ্ছে পাসপোর্ট মেশিনে চেক করলেই মান্নান ধরা পড়ে যাবে। যাই হোক মান্নান কানাডার মাটিতে পা রাখল। এরপর সে টরন্টো চলে এল। এখানে এসে আবেদন করল। কিন্তু তার আবেদন রিফিউজ হয়ে গেল কারণ সে তথ্য গোপন করেছিল। সে যে জার্মানিতে ছিল, এটা সে গোপন করেছিল। ইনভেস্টিগেশনে সে ধরা পড়ে যায়। এখন মান্নানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সে জানে না তার ভাগ্যে কী আছে। টরন্টোর একজন বাঙালি 'ল'ইয়ারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছিলো কিন্তু সে অ্যাডভান্স ফি ছাড়া কথা বলতেই রাজি নয়। (*শেষ পর্যন্ত অবশ্য মান্নানকে ফিরে যেতে হয়েছিল।)

৩.

আমি কয়েক বছর আগে অটোয়া থেকে মুভ হয়ে টরন্টো আসি। মুভার ঠিক করা নিয়ে একটু সমস্যায় পড়ে গেলাম। কেউ সঠিক পরামর্শ দিতে পারছিলো না। হঠাৎ মাথায় একটা আইডিয়া

এসে গেলো। ভাবলাম বাঙালি ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাক। বাংলা পত্রিকা থেকে তিনটি ফোন নম্বর নিলাম। এখানে মুভারদের সঙ্গে ফোনে কথোপকথন উলেখ করা হলো।

-হ্যালো!

-জ্বি বলুন।

-আমি ভাই অটোয়া থেকে টরন্টো আসতে চাই।

-কয় তারিখ?

-২৯ জুলাই।

-কয় বেড রুম?

-দুই বেড রুম, তবে জিনিসপত্র তেমন নেই।

-২০০০ ডলার লাগবে।

-আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, এতো লাগবে?

-হ্যাঁ, এতোই।

-একটু কমানো যায় না?

-আরে ভাই আমরা টরন্টোর ভেতরেই হাজার বারোশ ডলার নিয়ে থাকি।

-আমি বললাম, ও আচ্ছা। আমি পরে জানাবো আপনাকে।

-তাড়াতাড়ি জানাবেন। আমরা খুব ব্যস্ত।

দ্বিতীয় একজনকে ফোন করলাম। বেডরুমের সাইজ, জিনিসপত্রের বর্ণনা ইত্যাদি দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কতো চার্জ পড়বে। ভদ্রলোক বললেন, ১৬০০ ডলার। এটাও আমার কাছে বেশি মনে হলো। আমাকে আগেই একজন ধারণা দিয়েছিলো ৬০০-১০০০ ডলার লাগতে পারে। আমি দরদাম করতে সাহস পেলাম না। শুধু বললাম, আপনাকে জানাবো। তৃতীয় একজনজকে ফোন করায় সে বললো, ১৪০০ ডলার। এটা আমার মনঃপুত হলো। তাও কনফার্ম না করে আগের মতোই বললাম, জানাবো ভাই। ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হলেন। যাই হোক আমার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। আমি ইয়েলো পেজ নিয়ে অটোয়ার দু’জন মুভারকে ফোন করলাম। দু’জনই

কানাডিয়ান। দু'জনই আমার বাসায় এসে জিনিসপত্র দেখে এস্টিমেট দিলেন। একজন দিলেন ৬৫০। আরেকজন দিলেন ৭৫০ ডলার। ট্যাক্স ছাড়াই। স্বাভাবিকভাবেই ৬৫০ ডলারেই সাব্যস্ত হলো এবং খুব চমৎকারভাবে মুভাররা সবকিছু করেছিলো, কিছুই নষ্ট হয়নি। এমনকি একটি বড় সাইজের লুকিং গাস ভুলে তাদের গাড়িতে রয়ে গিয়েছিল। সেটা তারা অনকেদুর গিয়ে আবার ফেরত দিয়ে যায়। সেদিন আমি আমার নিজের বুদ্ধিমত্তায় অবাক হয়ে গিয়েছিলাম! সাধারণতঃ আমি সবসময় ঠকে যাই।

৪.

আমি কানাডা এসেই কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। একজন আমাকে পরামর্শ দিলেন, এখনই নতুন কম্পিউটার না কিনে পুরনো একটা কেনার জন্য। তিনি এক বাঙালি ভদ্রলোকের ফোন নম্বর দিলেন। আমি একদিন তাকে ফোন করলাম। এবং যথারীতি আমি তার কাছ থেকে কম্পিউটার ক্রয় করলাম। কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই কম্পিউটার আর কাজ করছিল না। আজিজ সাহবে নিজেকে কম্পিউটার এক্সপার্ট পরিচয় দিয়েছিলেন। এবং তার মতো দ্বিতীয়টি এই শহরে নেই এমন একটি ধারণাই আমি পেয়েছিলাম। আমি আমার সমস্যার কথা বললাম তাকে। তিনি ৩০ ডলারের বিনিময়ে কম্পিউটার ঠিক করে দিলেন। ক'দিন যেতে না যেতেই আবারও একই সমস্যা। আমি আবার তাকে ফোন করলাম।

-ভাই কম্পিউটার তো কাজ করছে না।

-তো আমি কী করবো!

-একটু যদি দেখে দিতেন, আমি চার্জ দেবো।

-একটা নতুন কিনতে পারেন না!

-কিনবো ভাই, একটু সময় লাগবে।

-রেগে বললেন, আপনি কম্পিউটার ফেরত দিয়ে যান। এ জন্যেই বাঙালিদের কাজ করতে চাই না। এরা কোনো জাতের না।

-ভাই আপনি রাগ করছেন কেন?

-রাগ করবো না তো হাসবো?

কি জানি হয়ত আজিজ সাহেবই সঠিক। আজিজ সাহেবের জায়গায় হলে আমিও হয়ত তাই করতাম।

৫.

হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছিলাম তখন। যাকেই বলি সেই বলে, অনেক তো কাজ করেছো এবার কিছুদিন আরাম করো। কথাটা আমার মনপুতঃ হলো। আরাম করতে দিলে আমি খুশি। তাছাড়া অটোয়াতে কাজের অবস্থাও বেশি সুবিধার নয়। বিশেষ করে 'অডজব'। আমার তো আর কোনো কানাডিয়ান এক্সপেরিয়েন্স নেই, কে আর কাজ দেবে। আবার সব কাজ যে করতে পারবো তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। এখানে তখন সবই আমার কাছে নতুন। মনে মনে ভাবি, আহারে যদি 'এই কাজটা' শিখে আসতাম! এখানে কোনো কাজই ফেলনা না। একটা কাজ পাওয়াই যেখনে বিরাট বড় ব্যাপার, সেখানে নিজস্ব চয়েজের তো কোনো প্রশ্ন নেই।

একদিন এক ভাই একটা বাঙালি রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন। মালিক ভদ্রলোক খুবই স্বজ্জন মানুষ। তিনি যথেষ্ট সহমর্মিতা দেখিয়ে কাজে যোগ দিতে বললেন। আমিও খুশি। অটোয়ায় দুজন নতুন ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাদের একজনকে বললাম, ভাই, আমাকে তো অমুক রেস্টুরেন্টে কাজ দিয়েছে, যাবো নাকি? তিনি বললেন, নতুন এসেছেন তো মানুষ চেনেন না। খুব খারাপ লোক। আপনাকে ইচ্ছেমতো খাটিয়ে নেবে কিন্তু পয়সা দেবে না। ঘোরাবে। আমি আপনাকে কাজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। পরবর্তীকালে সেই ভাই আমার সঙ্গে আর যোগাযোগই করেননি। অন্য ভাই একদিন তার রেস্টুরেন্টে ডাকলেন। ছুটে গেলাম। কথাবার্তা পাকা। নির্দিষ্ট তারিখের আগের দিন ফোন করলাম। কিন্তু তিনিও কথা রাখেন নি। কেউ কথা রাখে না।

(টরন্টোর দেশী মুভারসের লোমহর্ষক প্রতারনা এবং পুলিশ কর্তৃক ধৃত হওয়ার সংবাদ পড়ে ২০০৫ সালে প্রকাশিত লেখাটি পুনঃপ্রকাশ করা হলো)

jasim.mallik@gmail.com

Toronto